BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04010036

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 01 | January 2026 | e-ISSN: 2584-1890

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের রোহিণী চরিত্র নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের পাপবোধ ও শরৎচন্দ্রের সমালোচনা

Dipak Kumar Ghosh

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi
Email: dipakghoshrp@gmail.com

Abstract:

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রোহিণী চরিত্রের নির্মাণ এবং তার পরিণতির শৈল্পিক ও নৈতিক দিক বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধের মূল লক্ষ্য। নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিণী চরিত্রের বিবর্তন এবং তার মর্মান্তিক পরিণতিকে ঘিরে বঙ্কিমচন্দ্রের পাপ-পুণ্য বোধ ও শিল্পাদর্শের স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে রোহিণীর প্রেম ও আত্মত্যাগের যে মহিমা দেখা যায়, কাহিনীর শেষভাগে তার আকস্মিক পরিবর্তন ও মৃত্যু নিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে কঠোর সমালোচনা করেছেন, তা এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মতে, রোহিণীর চরিত্রে শুরু ও পরিণতির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য রয়েছে, তা মূলত বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল সামাজিক নীতিবোধের ফলাফল। তবে নিবন্ধটি কেবল এই সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পদৃষ্টিকে গভীরতর আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, রোহিণীর ভালোবাসা মূলত ত্যাগের চেয়েও ভোগবিলাসের তাড়না এবং অবরুদ্ধ কামনার বহিঃপ্রকাশ ছিল। নিশাকরের প্রতি তার আকর্ষণ ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে কাহিনীর স্বাভাবিক বিকাশ হিসেবে গণ্য করার যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। শেক্সপিয়ার ও হার্ডির সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র নীতি রক্ষার জন্য নয়, বরং চরিত্রের অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তির যুক্তি মেনেই রোহিণীর পরিণতি অঙ্কন করেছেন। পরিশেষে, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতানুসারে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, রোহিণীর চরিত্রে কোনো আকস্মিক রূপান্তর ঘটেনি এবং বঙ্কিমচন্দ্র একজন সার্থক শিল্পী হিসেবেই জীবনের রূঢ় সত্যকে তুলে ধরেছেন।

Key Words: *বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকান্তের উইল, রোহিণী, শরৎচন্দ্রের সমালোচনা, পাপ ও পুণ্য, নীতিবোধ বনাম শিল্পাদর্শ।*

Introduction:

মহাভারতে দুর্যোধন স্বীকার করেছিলেন যে, ধর্ম এবং অধর্ম উভয় সম্পর্কেই তিনি অবগত, তবুও তিনি ধর্ম পালনে অক্ষম এবং এক অমোঘ আকর্ষণে অধর্মের পথে ধাবিত হন। তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে ধর্মের পথে চলা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এমনকি তিনি তাঁর প্রতিটি কাজের পেছনে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার দোহাই দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি আমাদের মনে পাপ এবং পুণ্য নিয়ে এক গভীর বিস্ময় জাগায়- মানুষ কেন জেনেবুঝে পাপে লিপ্ত হয়, যেখানে সে জানে যে পাপ বর্জনীয় এবং এর শেষ পরিণতি কেবলই দুঃখ? অর্জুনও একই সংশয়ে ভুগেছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মানুষ কি কোনো অদৃশ্য শক্তির দ্বারা বাধ্য হয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পাপে লিপ্ত হয়? শ্রীকৃষ্ণের মতে, পাপ কোনো বাহ্যিক শক্তির চাপে ঘটে না; বরং মানুষের ভেতরের শত্রু—কাম (ইচ্ছা) এবং ক্রোধের কাছে আত্মসমর্পণ করার ফলেই ঘটে। এই শত্রুগুলো আমাদের অন্তরের 'রজোগুণ' থেকে জন্ম নেয়। মানুষ ভালো বা মন্দ যা-ই করুক না কেন, তার পেছনে কোনো বাহ্যিক প্ররোচনা থাকে না, বরং থাকে এই অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিগুলো। তাই আমাদের উচিত এই রিপুগুলোকে জয় করা এবং তাদের শিকার হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা। অনেকে

মনে করেন যে, কামনা বা বাসনা পূরণ করলেই হয়তো তা শান্ত হবে। কিন্তু বাস্তবতা অত্যন্ত করুণ। ঘি ঢাললে আগুন যেমন আরও দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি ভোগবিলাসের মাধ্যমে বাসনাকে তৃপ্ত করতে গেলে তা আরও প্রবল হয়ে ওঠে এবং মানুষকে আক্রমণ করে।

Discussion:

মানব-জীবন উপন্যাসের আশ্রয়ভূমি। সুতরাং এখানে ব্যক্তিচরিত্রে পাপ ও পুণ্য উভয়ের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। নীতিগ্রন্থে পুণ্যবানদের জয়গাথা উদ্‌গীত হয়ে থাকে। কিন্তু শিল্পীর মন যেহেতু রূপ ও রহস্য অনুসন্ধানের জন্য সদা আগ্রহশীল, তাই তিনি পাপকে নীতিবাদীর দৃষ্টিতে নিন্দা করতে পারেন না। পাপকে জয় করে কীভাবে পবিত্র ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তার পরিচয় রূপকাশ্রিত গদ্য-রচনায় অথবা কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। জন বানিয়ান তাঁর 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' এবং দান্তে 'ডিভাইন কমেডি'-তে এটা ব্যাখ্যা করেছেন। দান্তে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করে অসংযম, পাশবিক ভাব এবং প্রতারণা প্রভৃতি অনিষ্টকর পাপের প্রতীকরূপে চিতাবাঘ, সিংহ ও নেকড়েকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক উপন্যাস একান্তরূপে বস্তুনিষ্ঠ রচনা। সুতরাং এখানে রূপকারোপের কোন সুযোগ নেই। ঔপন্যাসিককে নির্লিপ্ত মন ও অভিনিবিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নরনারীগণের জীবনের আলেখ্য রচনা করতে হয়। এখানে যেমন সংযত ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার দেখা যায় সামাজিক নীতি বিচ্যুত নরনারীগণ হৃদয়বৃত্তির তাড়নায় নীতিধর্মের সামনে নিয়ন্ত্রিত না থাকতে পেরে অসামাজিক প্রেমের আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করেছেন। যে অবস্থায় তাঁরা আত্মসংযম হারিয়েছেন তা তাঁদের নিকটে সত্য ও শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা আবার মনে তীব্র অনুশোচনা সৃষ্টি করেছে।

শিল্পীর পক্ষে জীবনের এই সত্যকে উপেক্ষা করা চলে না। গুস্তাভ ফ্লবেরের 'মাদাম বোভারি' উপন্যাসের এমা বোভারি যেদিন নায়ক রোদোলফের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন সেইদিন তিনি নূতনভাবে জীবনের আনন্দ ও পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধি করেছিলেন। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। বৃক্ষসমূহ থেকে এক অনির্বচনীয় মাধুর্য ক্ষরিত হচ্ছে। দূরে অরণ্য ও আরও দূরে পাহাড় থেকে এক শব্দহীন বাণী যেন বাতাস ভরে তুলল। সঙ্গীতের ন্যায় এটা তাঁর দেহে ও মনে সঞ্চারিত হল। নায়িকার ক্ষেত্রে এটা প্রেমের স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ আনন্দের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ভোগতৃপ্ত নায়কের মনের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরে নায়িকা যখন তাঁকে নিয়ে নূতন জীবন রচনার স্বপ্ন দেখেছেন তখন নায়ক মুক্তির চিন্তা করেছেন। বিবাহিতা নারীর পক্ষে এই গোপন প্রেম নীতি-বিগর্হিত থেকে পারে, কিন্তু এটার বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আবার 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মিথ্যা সম্মানের মোহে সুরেশের শয্যাগৃহে অচলার প্রবেশ ও পরে তাঁর গভীর মানসিক সন্তাপ সমাজ বহির্ভূত প্রেমের আর একটি দিক উদ্‌ঘাটিত করেছে।

পাপ সম্পর্কে নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্ন শিল্পীর মনকে বিড়ম্বিত করে না, কেন না জীবনের রূপ অঙ্কিত করা তাঁর ধর্ম। নীতিবাদী পাপ ও পুণ্যকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করেন। নীতিভ্রষ্টতা হেতু কার্যাবলী কোনো মানুষের সৎ গুণাবলীকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু সেই হেতু তার সামগ্রিক বিচার করা চলে না। শিল্পী সহানুভূতির আলোকে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন বলে তাঁর রচনায় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী বড় হয়ে ওঠে। শেক্সপিয়ারের 'অ্যান্টনি এন্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকের অক্টোভিয়াস নৈতিক দৃষ্টিতে অ্যান্টনির কার্যকলাপ বিচার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লেপিডাস উত্তর দিয়েছিলেন-

> "I must not think there are
>
> Evils enow to darken all his goodness."[১]

-লেপিডাসের মুখে শিল্পীর বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে।

মঙ্গল ও কল্যাণের ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভোগ-প্রমত্ততার জন্য আত্মকেন্দ্রিকতার সাধনা হল পাপ। পাপ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সে যেমন নিজের, তেমনি অপরের ক্ষতি সাধন করে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, পাপ জয়স্ফীত হয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মকেন্দ্রিকতা এর পতন ত্বরান্বিত করে। পাপের মধ্যে এর ধ্বংসের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে। শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকের যে লেডি ম্যাকবেথ তাঁর স্তন্য পানরত শিশুকেও হত্যা করতে পারেন বলে স্বামীকে হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলে তাঁকেও বলতে হয়েছিল- "Naught's had, all's spent."[২]

অমোঘ দণ্ডবিধানের কারণে তাঁর মানসিক ভারসাম্য বিচলিত হয়েছিল। পাপ যখন ধ্বংস হয় তখন সৎ ব্যক্তি ও গুণরাজিরও ধ্বংস সাধিত হয়ে থাকে। সৎ আপনার বিলয়ের মাধ্যমে পাপকে জয় করে থাকে। কিন্তু এখানেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। হীরা ও রোহিণী, দেবেন্দ্র ও গোবিন্দলাল দণ্ড লাভ করেছিলেন, কিন্তু কুন্দ বা ভ্রমরের জীবনাবসানের ক্ষতিপূরণ কোনদিন সম্ভব হল না।

শুধু শেক্সপীরিয় নাটকাবলীতে নয়, সকল সাহিত্যে দেখা যায় যে, পাপ দণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করে না। শেক্সপিয়ারের 'ওথেলো' নাটকে ইয়াগোর আনন্দ, 'কিং লিয়ার' নাটকে রেগান-গোনেরিলের জয়লাভ অথবা 'হ্যামলেট' নাটকে ক্লডিয়াসের নিরাপত্তাবোধ শেষ পর্যন্ত অটুট থাকেনি। তাঁদের উপরে বিধাতার দণ্ড নেমে এসেছিল। জগৎ ও জীবন নৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটাতে আঘাত করলে যে তরঙ্গ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তা শেষ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় অমঙ্গলকে প্রত্যাঘাত করে থাকে। গ্রীক ও শেক্সপীরিয় নাটকে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। তত্ত্বের পরিচয় নৈতিক হলেও এটার ভিত্তি সামঞ্জস্য সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সামঞ্জস্যের বিরোধিতা অকল্যাণকে আহ্বান করে আনে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসসমূহে এই সামঞ্জস্যের ধারা অনুসরণ করেছেন বলে তাঁর রচনায় নৈতিক সুর অনেকের মধ্যে শিল্পীর ধর্ম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করেছে।

প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর জীবনযাত্রা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন-

"যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তা আমরা দেখাইব না-যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।"[৩]

-এটা তত্ত্বজিজ্ঞাসু বঙ্কিমচন্দ্রের পাপ সম্পর্কে মানসিক অনীহাকে ব্যক্ত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী-মানস এটার দ্বারা কিঞ্চিত প্রভাবিত হয়েছে সন্দেহ নেই, নচেৎ তিনি অপবিত্র ও অদর্শনীয়কে শিল্পের প্রয়োজনে উদ্‌ঘাটিত করতেন। রোহিণীর সঙ্গীতের প্রয়াস, কটাক্ষের ব্যবহার এবং পার্শ্ববর্তী কক্ষে গোবিন্দলালের উপন্যাস পাঠের প্রয়াস ও কটাক্ষের তাৎপর্য অনুধাবন উভয়ের সম্ভোগ-তাড়িত জীবনের অবসন্ন দিকটি ব্যক্ত করে। কিন্তু কোন্ অবস্থায় তাঁদের জীবনের মানসিক ক্লান্তি দেখা দিয়েছিল তা ব্যাখ্যা না করলে তাঁদের পরিণতির চিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। শিল্পীর পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা অথবা ঔদাসীন্য তাঁর সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলে না। যে গভীর সমবেদনার গুণে চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে, যাকে রুশীয় উপন্যাস আলোচনা কালে ভার্জিনিয়া উলফ বলেছেন- "understanding of the soul and heart,"[৪] তার অভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। তবে পাপের প্রতি তাঁর যে বীতরাগ তা নীতিবোধ-জনিত নয়, জীবনের শ্রেয়বোধ থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। যদিও এটা উপন্যাসের ত্রুটি রূপেই বিবেচিত হবে। শিল্পীর মধ্যে পাপ, পুণ্য সম্বন্ধে কোন ভেদ বোধ থাকবে না। শেক্সপিয়ারের 'সিম্বেলাইন' নাটকের ইমোজেন ও 'ওথেলো'র ইয়াগো তাঁর নিকটে সমান মর্যাদা লাভ করবে।

বঙ্কিম সৃষ্ট রোহিণীর চরিত্র বিশেষতঃ তার পরিণামের শিল্পগত ত্রুটি নিয়ে শরৎচন্দ্র কঠোর সমালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিকের অভিমতের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তিনি এই বিষয়ে যা যা অভিযোগ তুলেছেন তা নিম্নরূপ-

১. "রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রইল না।"[৫]

২. "অনেকবারই আমার মনে হয়েছে, রোহিণীর চরিত্র আরম্ভ করবার সময় এ কল্পনা তাঁর ছিল না, থাকলে এমন করে তাকে গড়তে পারতেন না। কেবল প্রেমের জন্যই নিঃশব্দে, সংগোপনে বারুণীর জলতলে আপনাকে আপনি বিসর্জন দিতে পাপিষ্ঠাকে কদাচ এমন করে নিয়োজিত করতেন না।"[৬]

৩. গোবিন্দলালকে রোহিণী অকৃত্রিম এবং অকপটেই ভালবেসেছিল- সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, এবং এ প্রেমের প্রতিদান যে সে পায়নি তা'ও নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের অধিকারী সে নয়। এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী তার হওয়া চাই এবং হ'লও সে। তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের

প্রতি আসক্তি এবং পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তি অপমৃত্যুতে...।"[৭]

৪. "তার গোবিন্দলালকে ভালবাসিবার যে শক্তি তা সাধারণ নারীতে অসম্ভব, -উইল বদলাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল- গোবিন্দলালের ভাল করিতে। বারুণী'র জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল সে এমনি প্রিয়তমের জন্য, আবার সেই রোহিণীই যখন কেবলমাত্র নীতিমূলক উপন্যাসের উপরোধেই এবং মুহূর্তের দৃষ্টিপাতে সমস্ত ভুলিয়া আর একজন অপরিচিত পুরুষকে গোবিন্দলালের অপেক্ষাও বহুগুণে সুন্দর দেখিয়া প্রাণ দিল, তখন পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সপ্রমাণ করিয়া সাংসারিক লোকের সুশিক্ষার পথে হয়ত প্রভূত সাহায্য করা হইল, কিন্তু আধুনিক লেখক তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না।"[৮]

শরৎচন্দ্রের মত ও মন্তব্য অত্যন্ত কঠোর হলেও তা গ্রন্থের শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন যে- "Life imitates art far more than Art imitates life."[৯] অর্থাৎ, শিল্প জীবনকে অনুসরণ করে না, জীবন তাকে অনুসরণ করে নিজেকে সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। এই বিরোধাভাসের তাৎপর্য হল যে, শিল্প যদি জীবনকে অনুসরণ করার প্রয়াস করে তবে তার ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়। জীবন থেকে উপাদান গ্রহণ করলেও শিল্প তাকে স্বতন্ত্র ও সার্থকভাবে গড়ে তোলে। আরিস্টটল এই অর্থে প্লেটো কর্তৃক উত্থাপিত শিল্পের অনুকরণের অভিযোগের উত্তরে 'ইমিটেশন' অর্থাৎ জীবনের পুনর্বিন্যাস কথাটির উপরে গুরুত্বদান করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি 'উত্তরচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন-

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নয়। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন- চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা- কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সোন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"[১০]

শরৎচন্দ্রের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হল যে, রোহিণী অকৃত্রিমভাবে গোবিন্দলালকে ভালবেসেছিল ও প্রেমের জন্য বারুণীর জলে আত্মবিসর্জন করেছিল। তার ভালবাসার যে অসাধারণ শক্তি তা সাধারণ নারীতে সম্ভব নয়। রোহিণীর আরম্ভ ও পরিণতির মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে। এটা হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শের জন্য গ্রন্থকার করেছেন। নিশাকরকে দেখে তার আকর্ষণ ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী হবার জন্য তার অপমৃত্যু, পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় প্রমাণিত করলেও তা শিল্প-বিরোধী। আধুনিক লেখক তা গ্রহণ করতে পারেন না। সমালোচক সুবোধ সেনগুপ্ত বলেছেন-

"তাহার চরিত্র সৃষ্টিতে আর্টের দাবী মিটিয়াছে কিনা ইহা বিচার করিতে হইলে সামাজিক নীতিকে বাদ দিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অসামাজিক কোন নীতিকে খাড়া করিলেও চলিবে না। শরৎচন্দ্র বলিতেছেন যে, রোহিণী গোবিন্দলালকে অকৃত্রিম ও অকপট ভালাবাসা দিয়াছিল এবং প্রেমের জন্যই নিঃশব্দে সঙ্গোপনে বারুণীর জলে আপনাকে বিসর্জন দিতে চাহিয়াছিল এবং তিনি মনে করেন যে রোহিণী চরিত্রের আরম্ভ ও পরিণতিতে অসামঞ্জস্য রহিয়াছ।"[১১]

বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষগোচর ও সুপরিচিত চরিত্র হুবহু উপন্যাসে স্থান পায় না। উপন্যাসের বর্ণিত চরিত্র বাস্তব-জীবনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে, কিন্তু তা তার অনুলিপিও নয়, বা প্রতিধ্বনিও নয়। বাস্তব ও উপন্যাসের সত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা, যা ঘটে সব সত্য নয়। বাল্মীকির মন রামচন্দ্রের সত্যকার জন্মভূমি। বঙ্কিমচন্দ্রও লিখেছেন-

"যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে -তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না।"[১২]

সাধারণ নারীর পক্ষে রোহিণীর ন্যায় ভালোবাসা সম্ভব নয়, এটা মেনে নিলেও স্বীকার করতে হয় যে, উপন্যাসে তার চরিত্রের প্রেমের দিকটি মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের নানাদিক থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহার করে ঔপন্যাসিক চরিত্রের একটি বিশেষ রহস্যময়

দিকের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন। এই অর্থে বিনোদিনী, দামিনী, রাজলক্ষ্মী ও অচলার চরিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁরা সকলেই স্বভাবানুকারী ও স্বভাবাতিরিক্ত বলে সার্থকতা লাভ করেছেন।

'রোহিণী অকৃত্রিমভাবে ও অকপটে ভালবেসেছিল' -শরৎচন্দ্রের এই উক্তিও অতিরঞ্জিত। তার বৈধব্য জীবনের অবরুদ্ধ, অতৃপ্ত কামনা-বহ্নি তাকে পুরুষচিত্ত জয়ে ও ভোগে প্রেরণা দিয়েছে। হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পরে যখন সে অপ্রত্যাশিত-রূপে অনিন্দ্যকান্তি, দাম্পত্যপ্রেমে একনিষ্ঠ গোবিন্দলালের থেকে সহানুভূতি লাভ করেছে, তখন সে আপন মনে ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করেছে। সে বলেছে- "এক দিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"[১৩] করুণার অন্তরালে গোবিন্দলালের সুপ্ত রূপ-পিপাসার আকর্ষণ সে চিনে নিতে ভুল করেনি। কৃষ্ণকান্তের হাত থেকে গোবিন্দলাল কর্তৃক তার উদ্ধারে, তাদের দেখা-সাক্ষাৎ না হবার প্রস্তাবে ও রোহিণীর স্বীকারোক্তিতে- "এ রোগের চিকিৎসা নাই, আমার মুক্তি নাই"[১৪] -তার হৃদয় আশ্বাস লাভ করেছে। ভ্রমরের প্রস্তাবে বারুণীর জলে সে যে ডুবে মরতে গিয়েছিল তা 'প্রিয়তমে'র হিতের জন্য নয়। অসহ্য প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ হয়ে সে যখন বুঝল- "সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করতে পারিব না। আশাও নাই।"[১৫] -তখন সে নৈরাশ্যে আত্ম-নিমজ্জনে বাধ্য হয়েছিল।

প্রকৃত প্রেমানুভূতির মধ্যে ত্যাগস্বীকারের মাহাত্ম্য থাকে, তপস্যার দীপ্তি থাকে। রোহিণীর মধ্যে তা ছিল না। গোবিন্দলালও তাকে নিয়ে যে অপবাদ রটল, তার মূলে যে ভ্রমর রয়েছে -এই সিদ্ধান্ত করে নিয়ে রোহিণী ভ্রমরকে যে গিল্টির অলঙ্কারগুলি নির্লজ্জর ন্যায় দেখিয়েছিল, তা কোনো প্রেমিকা পারত না। বঙ্কিমচন্দ্র তাই মন্তব্য করেছেন- "রোহিণী না পারে এমন কাজ নাই।"[১৬] সুতরাং তার মধ্যে যে বৃত্তিটি প্রবল তা হল- প্রেম নয়, পুরুষের ভোগপ্রমত্ত আসঙ্গলোলুপতা। টমাস হার্ডির বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য রিটার্ন অব দ্য নেটিভ'-এর নায়িকা ইউস্টাসিয়ার মধ্যে কামনার তীব্র দহনজালা ছিল, কোন বিশেষ প্রেমিকের প্রতি আকর্ষণ ছিল না। তিনি তার রূপ বর্ণনায় একস্থানে লিখেছেন-

> "Assuming that the souls of men and women were visible essences, you could fancy the colour of Eustacia's soul to be flamelike."[১৭]

তার ক্ষেত্রে এই অগ্নির দীপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল তার রহস্যময়ী দৃষ্টিতে, আর রোহিণীর মধ্যে তার কুণ্ডলীকৃতা দোলায়মানা মনোমোহিনী কবরীতে, তরঙ্গে আন্দোলিত হংসীর ন্যায় গতিছন্দে ও মদনমদোন্মাদ, সুধাপরিপূর্ণ অধরদ্বয়ে।

নিশাকরকে দেখে রোহিণীর আসক্তি অস্বাভাবিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন-

> "বাঘ গোরু মারে, -সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে- কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য।"[১৮]

রোহিণীর ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছিল। কামনার আগুন রোহিণীকে পুরুষচিত্ত জয়ে প্রেরণা দিয়েছে, প্রেম-নিষ্ঠা তার অন্তরের সত্য বস্তু নয়। গোবিন্দলালকে পেয়ে রোহিণীকে উপলব্ধি করতে হয়েছিল যে, ভ্রমর তাঁর অন্তরে এবং সে বাইরে। গোবিন্দলালের নিকটে নারীত্বের মর্যাদা পেলে তার মনের পরিবর্তন হত কিনা বলা যায় না, কিন্তু তা না পেয়ে তার হৃদয় কোনো আশ্রয় পায়নি। নিশাকরের প্রতি আসক্তি তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও মৃত্যুও অপরিহার্য নিয়মে ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য অত্যন্ত সঙ্গত-

> "তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথাই আখ্যায়িকা লিখিলাম।"[১৯]

গোবিন্দলালকে ভালোবেসে রোহিণী পাপ করেনি এবং বঙ্কিমচন্দ্র এ সত্যকে সমর্থন করেন। রোহিণী যখন মনে করে-

> "আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখ ভোগ করিতে পাইলাম না। ...যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী- ...তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী- কোন পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ- আমার কপালে শূন্য?"[২০]

-রোহিণীর আলোচ্য জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নবজাগ্রত বাংলাদেশের নারীর অধিকার রক্ষার কথা ও প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত নীতিবোধের বিরুদ্ধেও প্রবলধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। কোন কোন সমালোচক মনে করেছেন, রোহিণীর এই প্রণয় অপরাধ নয়, কামনার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।

রোহিণী চরিত্রে হঠকারিতা ছিল এবং তার উইল চুরি করা, পুনরায় তা ফেরৎ রাখতে যাওয়া, আত্মহত্যার চেষ্টা, ভ্রমরকে শাড়ী গহনা দেখিয়ে মিথ্যা উত্তেজিত করা এ সমস্তের মধ্যে রোহিণী চরিত্রের আকস্মিক কিছু করে ফেলার প্রবণতা ব্যক্ত হয়েছে। রোহিণীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে একাগ্রতা ও ইচ্ছাপূরণের অদম্য শক্তিও তার ছিল। ভ্রমর গোবিন্দলালের সম্পর্কের অবনতি রোহিণীকে বাঞ্ছিত সুযোগ এনে দিয়েছে। গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরের বিচ্ছেদের ফলে রোহিণীর যে বাসনা একমুখী ছিল তা ধীরে ধীরে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়েছে। গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিয়ে প্রসাদপুরের কুঠিতে প্রস্থান করছে এবং এইখানে উপন্যাসের প্রথম অংশ সমাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের রোহিণীর অসুস্থতা, আরোগ্য লাভ এবং বাঈজীরূপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়েছে। রোহিণী ইতিমধ্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং নিশাকরের ও তার সম্পর্কেরও কিছু কিছু প্রকাশ ঘটেছে। ঈর্ষা ও ক্ষোভে উন্মত্ত গোবিন্দলাল রোহিণীকে শেষ পর্যন্ত যে হত্যা করেছে, তাকে কাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক বিকাশ বলে মেনে নিতে হয়। গোবিন্দলালের ব্যবহারের ফলে রোহিণী ক্রমশ অবনতির পথে ধাবিত হয়েছিল। রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবাসলেও গোবিন্দলাল তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি এবং সামাজিক স্বীকৃতি দেয়নি। উপরন্তু সে রোহিণীকে সামনে রেখে ভ্রমরের ধ্যানে নিরত ছিল। ফলে বঞ্চিতা ও অপমানিতা রোহিণী একদিন ক্রন্দন করেছিল, আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছিল, সেই রোহিণী উদ্যত পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে বেদনার্ত হয়েছে।

ঘটনাক্রমের পরিণতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রোহিণীর রূপান্তর যুক্তিহীন নয়। ঔপন্যাসিক রোহিণী চরিত্রের ক্রমকে উপন্যাসে সর্বতোভাবে প্রকাশ করেননি। আসলে ঔপন্যাসিক একটি আদর্শলোক সৃষ্টি করতে গিয়ে রোহিণী চরিত্রের রূপান্তর ঘটাতে চাইলেও গোবিন্দলালকে তিনি ভ্রমরকে ধ্যানে নিরত রেখে একটি আদর্শলোকের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে রোহিণী গোবিন্দলালের জীবনে এত ঔদাসীন্য জীবনে এত ঔদাসীন্য সঞ্চার করেনি। আসলে রূপে উন্মত্ত হলেই যে পরিণামে ক্লান্তি আসবে এই সিদ্ধান্ত যথাযথ নয় রোহিণীর রূপান্তর প্রক্ষিপ্ত নয়, এবং যুক্তিক্রম অনুযায়ী রোহিণীর মৃত্যুকেও মূল কর্মধারার সঙ্গে যুক্তিযুক্ত ও সম্পৃক্ত বলে মেনে নিতে হয়।

Conclusion:

পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় প্রদর্শনের জন্য গোবিন্দলাল-রোহিণীর মর্মান্তিক প্রেম-পরিণাম ঘটেনি। রোহিণীকে গ্রহণ করে গোবিন্দলাল বুঝেছিলেন যে, এটা 'ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা' নয়, এটা 'মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত-বাসুকি নিঃশ্বাস-নির্গত হলাহল'। সুতরাং রোহিণীর জীবন-কাহিনীর আরম্ভে ও পরিণামে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেনি। বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পীর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক সহানুভূতি নিয়ে সমাজবহির্ভূত প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। সামাজিক প্রচলিত নীতিরক্ষার দাবিতে শিল্পবিধি না মেনে যদি তিনি রোহিণীর পরিণাম দেখাতেন তবে তা দোষের হত সন্দেহ নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তা করেননি অথবা অসামাজিক কোন নীতিও মেনে নেননি। শিল্পের দাবীতে যা ঘটতে পারে তাই তিনি প্রদর্শন করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-

> "আমার মত এই যে, মোটের উপর বঙ্কিম এখানে ঠিক পথই অনুসরণ করিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত শ্রদ্ধেয় সমালোচকেরা হয়ত ত্যাহার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করেন নাই। ...কেন-না পাপের দণ্ডমাত্রই কলাকৌশলের দিক হইতে নিন্দনীয় নহে। যদি পাপের শাস্তি, আর্টিস্টের নিজ অভিরুচি বা সহানুভূতির বিরুদ্ধে, আর্টের অনুমোদিত কোন উপায়, একটা অতর্কিত আকস্মিকতার সহিত দেওয়া হয়, তবেই তাহাতে অনুচিত নীতিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং যদি দেখান যায় যে, বঙ্কিম প্রথম হতেই রোহিণীর প্রেম সঞ্চারকে Idealise করিতে, তাহার উপরে আদর্শবিদের মায়ালোক নিক্ষেপ করিতে চাহেন নাই, প্রথম হইতেই ইহার মধ্যে একটা বিসদৃশতা, একটা ইতর মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার রোহিণীর চরিত্রাঙ্কন বিষয়ে কোন আকস্মিক পরিবর্তন হয় নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ আত্যন্তিক নীতিজ্ঞান বিমূঢ়তার অভিযোগ হইতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারিবে।"[২১]

Referance:

১. Shakespeare, William. (1938). Antony and Cleopatra, Philadelphia Henry Altemus Company, p. 33

২. Shakespeare, William. (1907). Macbeth, Morang Educational Company Ltd., p. 63

৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। (১৯৫৯)। কৃষ্ণকান্তের উইল, ২য় খন্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ, আদিত্য প্রকাশালয়, পৃষ্ঠা- ১০৭

৪. সান্যাল, ভবানীগোপাল। (১৯৮৮)। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ভূমিকা অংশ

৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। (১৩৩৯)। স্বদেশ ও সাহিত্য, আর্য পাবলিসিং কোং, পৃষ্ঠা- ৭৮

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯

৭. পূর্বোক্ত

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৯

৯. Wilde, Oscar. (1909). The Decay of Lying, Lamb Publishing Co., p. 38

১০. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। (১৯৬০)। উত্তরচরিত, নাথ ব্রাদার্স, পৃষ্ঠা- ৪২

১১. সেনগুপ্ত, সুবোধ। (১৩৪৫)। বঙ্কিমচন্দ্র, এস. সি. সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, পৃষ্ঠা- ১৭৩-১৭৪

১২. পূর্বোক্ত, উত্তরচরিত, পৃষ্ঠা- ৪৪

১৩. পূর্বোক্ত, কৃষ্ণকান্তের উইল, পৃষ্ঠা- ২৫

১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৪

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৯

১৭. Hardy, Thomas. (1912). The Return of the Native, Nelson Doubleday, p. 59

১৮. পূর্বোক্ত, কৃষ্ণকান্তের উইল, পৃষ্ঠা- ১১৬-১১৭

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৮

২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। (১৯৫৬)। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ১২৭-১২৮

Citation: **Ghosh. D. K.,** (2026) "কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের রোহিণী চরিত্র নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের পাপবোধ ও শরৎচন্দ্রের সমালোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-01, January-2026.